খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২
বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961
২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696
e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/
সভাপতি : দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক : রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক : সুকমল ঘোষ '৬৯
RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016
● Vol 04 ● Issue 9 ● 15 September 2015 ● Price Rs. 2.00 ●

সম্পাদকীয়

উৎসবের মাস সমাগত। বঙ্গজীবনে নানান ওঠা-পড়া থাকলেও উৎসবের সময় সমস্ত অসুবিধাকে এক পাশে সরিয়ে বাঙালী নির্মল আনন্দে মেতে ওঠে। সকল প্রাক্তনীদের উৎসবের মরশুমটি আনন্দের মধ্য দিয়ে নীরোগ অবস্থায় কাটুক এই কামনা জানাই।

প্রাক্তনীরা সংক্ষিপ্তাকারে নানান বিষয়ে লেখা পাঠাতে পারেন। প্রস্তাব এসেছে 'খেয়া'কে রঙিন করার। সবই নির্ভর করে আর্থিক সংস্থানের ওপর। সেটা জোগাড় করে উঠতে পারলে 'খেয়া' অবশ্যই রঙিন হবে। 'খেয়া' সম্বন্ধে প্রাক্তনীদের গঠন মূলক মতামতের আমরা প্রত্যাশী।

'খেয়া' সঠিক সময়ে না পৌঁছলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন।

৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিংশতিতম অ্যালমনি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কবি শ্রীজাত।

প্রিয় মাস্টারমশাই

শ্রী জ্যোতিভূষণ চাকী
মান্যবরেষু,
স্যার,

মৃত্যুর পর কোনো লোক আছে কিনা জানি না তবু এই শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে মনে হল আপনাকে একটা চিঠি লিখি।

একটি কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় বালক ... তাকে প্রথমে ভর্তি করা হয়েছিল একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। বটল গ্রিণ রঙের টাই আর বিশালকায় স্কুল বাসটা তাঁর দম বন্ধ করে দিচ্ছিল।

এক সময় পারিবারিক বিত্তের ঘাটতি আর নানান সাংসারিক বিপর্যয়ের জন্য সেই বালককে ভর্তি করা হল পাড়ার স্কুলে আর আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ায় পথটাও খুলে গেল।

আপনি কোন্ রচনা বই বা এসে বই থেকে বিষয় দিতেন না, সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে কোনো বিষয় দিয়ে বলতেন 'লেখ'। 'সব সময় বলতেন পাঠের সঙ্গে আনন্দের একটা যোগ আছে। এইভাবে আপনি বালকটির তথা আমাদের কল্পনা শক্তি আর লেখনী শক্তিকে বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো বলতেন। কিছু কিছু বই হাতে দেখলে কেউ কেউ টেরিয়ে চাইতে পারেন। কিন্তু সেদিকে পাত্তা না দেওয়াই ভালো কারণ এভাবেই মানুষ অনেক কিছু শেখে। সৃজন আর ব্যতিক্রমী পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আপনি আমাদের গড়তে চেয়েছিলেন। এখনকার এই দমবন্ধ করা পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনাকে বারে বারে মনে পড়ে যায়।

যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। সশ্রদ্ধ প্রণাম সহ

ইতি
সুকমল ঘোষ (১৯৬৯)

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত

ডাবলস নক-আউট ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ

আগামী ২ ডিসেম্বর ২০১৫ ডাবলস নক-আউট ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। নাম নথিভুক্তকরণ হবে আগামী ১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রবেশ মূল্য প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য ২৫ টাকা, বর্তমান ছাত্রদের জন্য ১৫ টাকা।

যোগাযোগ চিরঞ্জিৎ দাস ৮০১৩৩৪৩৩৪০, কৌশিক পাল ৯৮৩০৫১২৮৮৬

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি কানাই মুখার্জী (১৯৪৯)র সৌজন্যে মুদ্রিত।

বিংশতিতম অ্যালমনি পুরস্কার

৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিংশতিতম অ্যালমনি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়ে গেল।

মাউথ অরগানে 'আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে' গান বাজিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলো বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সাগ্নিক ঘোষ।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি কবি ও গীতিকার শ্রীজাত, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী শক্তিপদ চক্রবর্তী, ও অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী দীপাঞ্জন বসু।

মোট ৭০ জন ছাত্রকে পুরস্কার প্রদান করা হয়, পুরস্কারের সংখ্যা ছিল ১৪০টি। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,১৩,৭৫০ (এক লক্ষ তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ) টাকা, প্রথমে মাধ্যমিক ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয় পরে উচ্চমাধ্যমিকের।

কৃতী ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী সুভাষ বসু, শ্রী প্রবীর সেন, শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী অলক বসু, প্রাক্তন দুই শিক্ষিকা শ্রীমতী মালতি দে ও শ্রীমতী কল্যাণী বল। এছাড়া ২০১০ সালে উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক শ্রী দেবাঞ্জন সাহাও।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীজাত বলেন, 'এই বিদ্যালয়ে আমার মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট যে বিদ্যালয়ে পড়ে তাকে ভোলা যায় না, কারণ জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার ব্যাপারে মনে একটা ভীতিত থাকেই। তাই নিজের বাড়ি ভুলে গেলেও জীবনের প্রথম পরীক্ষার সিট যেখানে পড়েছিল তাকে ভোলা মুস্কিল। ইদানীং বাংলা মাধ্যম স্কুলে যারা পড়ে তাদের কি ভবিষ্যত নিয়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন কিন্তু বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়েও আমি এখন কিন্তু খুব একটা খারাপ অবস্থায় নেই।

আমি ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে অনেক জরুরী ক্ষেত্রেও বাংলায় সাক্ষর করি এবং সেজন্য গর্বও অনুভব করি। আজকে মঞ্চ থেকে যখন কৃতী ছাত্ররা শংসাপত্র গ্রহণ করেছিল তখন আমার খানিকটা হিংসাই হচ্ছিল কারণ জীবনে আমি এরকম পুরস্কার কখনো লাভ করিনি।

এই অনুষ্ঠানে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জানিনা আমি তার কতটুকু যোগ্য, তবু বলবো ভালোবেসেই কিছু মানুষ আমাকে এই অনুষ্ঠানের জন্য ডেকেছেন তাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আর ছাত্রদের বলছি তোমরা কখনো বাংলা ভাষাকে ভুলে যেওনা।

অনুষ্ঠানে শ্রীজাতের কবিতা আবৃত্তি করে বিদ্যালয়ের ছাত্র স্বর্ণাভ রায়, শ্রীজাত তাঁর আবৃত্তির প্রশংসা করেন। শ্রীজাত তাঁর 'এবারে শ্রাবণ' কবিতাটি পাঠ করে সকলের প্রশংসা পান। এবারে বিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ফল খুবই ভালো হয়েছে।

বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল বলেন, 'শিক্ষকদের যথার্থ সাফল্য ছাত্রদের ভালো ফলের মধ্যেই। তারাইত শিক্ষক মশায়দের বাঁচিয়ে রাখেন। আমি ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী দীপাঞ্জন বসু (১৯৬৪) বলেন, এই দিনটি বিদ্যালয়ের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন তার কারণ পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে কৃতীদের শুধু স্বীকৃতি দেওয়া হয়না, বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষকেও সম্মান জানান হয়।

আমাদের সময়ে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উৎকর্ষের জন্য তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। আজ এই মঞ্চে নতমস্তকে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি।

তাঁর নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতাটি গ্রন্থাকারে এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রকাশ করলাম।

মঞ্চের প্রেক্ষাপট রচনায় ২০০২ সালের ছাত্র ডাঃ চিরঞ্জীত সামন্ত যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

মঞ্চে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন রোহন চট্টোপাধ্যায় (২০০৪), দেবাশিস মাইতি (২০১৪), শুভজিৎ হোড় (২০১৪)। পরিশেষে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত অভিভাবক, ছাত্র ও প্রাক্তনীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী রজত ঘোষ। তিনি অভিভাবকদের ছাত্রদের লেখাপড়ার দিকে নজর রাখতে বলেন এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সাধ্যমতো অ্যালমনি তাদের পাশে থাকবেন বলে জানিয়ে দেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি অনাড়ম্বর হলেও, রুচিশীল ঘরোয়া ও প্রাণস্পর্শী ছিল।

সুকমল ঘোষ (১৯৬৯)

বিংশতিতম পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ

'মঙ্গলালোকে আনন্দলোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।'

সত্যই আজ এই আনন্দলোকে সুন্দরকে বরণ করার দিন। আজকের এই শুভ দিনটি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন বললে কম বলা হবে। এ দিনটি বড় মাহাত্ম্যপূর্ণও। তার কারণ এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেধাবী ও কৃতীদের শুধুমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া হবে না, সম্মান জানানো হবে বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষকে। কুড়ি বছর ধরে প্রতি বছর এমন করেই এই বিশেষ দিনটি পালন করে আসছে বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনীরা। এই দিনটাতে কৃতীদের স্বীকৃতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ জানাই প্রধান শিক্ষক সহ সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, যাদের নিয়মিত দেখানো পথে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ছাত্রদের মেধার বিকাশ ঘটেছে। বীজ থেকে অঙ্কুরিত সবুজ এই কিশলয়গুলি সীমাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে বেড়ে উঠেছে। সফল হয়েছে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমন্বয়। আর অভিভাবকরাও তাঁদের স্নেহ ও শাসন দিয়ে ছেলেদের যথার্থ মানুষ করার কাজে সার্থক হয়েছেন।

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢোকামাত্র আমি স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ি। আমার রূপান্তর ঘটে। বয়সটাও যেন হঠাৎই কমে ছাত্রাবস্থায় ফিরে যায়। নিজেও তো আমি এই স্কুলেই প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি পড়াশোনা করে বড় হয়েছি। বড় হয়েছি না বলে মানুষ হয়েছি বললেই সঠিক বলা হবে। বৃহত্তর জগতের উপযুক্ত হয়ে ওঠার আত্মশক্তি অর্জন করেছি। আমার ছেলেবেলায় শুধু সামনের মেইন বিল্ডিংটাই ছিল। তার পেছনে ছিল মস্ত বড় মাঠ। উঁচু ক্লাসে উঠতে উঠতে পেছনের তিনটি ব্লক তৈরী হয়েছিল। পড়াশুনোর বাইরে পেছনের মাঠটাই ছিল আমাদের বড় হয়ে ওঠার প্রাণকেন্দ্র। সেই সময় এই স্কুলের ছাত্ররা যেমন লেখাপড়ায় কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেয়েছিল, তেমনই ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, সাঁতার, টেবিল টেনিস খেলায়, দেশে বিদেশে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল। স্কুলের এই সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। আজ এই মঞ্চে আমরা তাঁকে নতমস্তকে স্মরণ করছি। অনুষ্ঠানের মধ্যে এক বিশেষ পর্বে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতার প্রথম বইটি প্রকাশ করা হল।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর আমাদের সবারই একটা বিশেষ প্রাপ্তি ঘটে। সেটা হল আমরা পাই স্বনামধন্য বিশিষ্ট কোন গুণীজনের সান্নিধ্য আর কৃতীছাত্ররা পায় সেই ব্যক্তিত্বের আশীর্বাদ। এবারে সেই গুণীজনের আসনে আমরা পেয়েছি এ যুগের সর্বজনপ্রিয় কবি, গীতিকার ও সাহিত্যিক শ্রীজাত মহাশয়কে। শ্রীজাত আজ আর শুধু একটি নাম নয়, সমসাময়িক যুবসমাজের ভাবনার প্রতীকও। তাই তাঁর সম্পর্কে আলাদা করে পরিচয় দেওয়াটাই বাহুল্য। তাঁর কলমের সৃষ্টিগুলিই তাঁর পরিচয়।

এবারে এ বছরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাফল্যের কথা জানাই। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আশি শতাংশ নম্বর প্রাপকের সংখ্যা হল ৩২ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক পেয়েছে ৯২ শতাংশের কিছু বেশী। মেধার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কারের সংখ্যা এবারে সর্বমোট ১৪০। ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৮,৭৩,৯২। পরিসংখ্যান বলছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সামগ্রিক উৎকর্ষ ও উত্তরণের কথা। এই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আমরা গর্বিত। প্রসঙ্গত পুরস্কার দাতাদের জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। তাঁদের এই মহৎ ও অকৃপণদানের জন্য বছরের পর বছর এমন মহৎ অনুষ্ঠান আমরা করতে পারছি।

এই উপলক্ষ্যে পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। ১৯৬৪ সালের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে আমার নামটিও ছিল। তখন সবে শ্রী প্রফুল্লকুমার ঘোষ প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। তিনি নিজে হাতে আমার শংসাপত্রটি লিখে আমার হাতে তুলে দেন। সেই শংসাপত্রে তিনি লেখেন যে এই ছাত্রটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সংকল্প বহন করছে। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর এই আশার বাণীটি দিয়ে আমার মনে তিনি যে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন আর যে স্বপ্ন দেখার সন্ধান দিয়েছিলেন, সেই নিয়েই আজ পর্যন্ত আমি এগিয়ে চলেছি। আমার আশা এই পুরস্কারগুলোও যেন আশীর্বাদের স্মারক হয়ে ছাত্রদের ভবিষ্যত জীবনের চলার পথে উদ্দীপ্ত করে প্রতিনিয়ত তাদের উৎসাহ জোগায়।

আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত কৃতীদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পরিণত হবে উৎসবে। আসুন আমরা এই গৌরবের উৎসব সর্বান্তঃকরণে উথাপন করি।

নমস্কার।

দীপাঞ্জন বসু (১৯৬৪)

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। খাণ্ডব দহন ।।

গত সংখ্যার পর

... এই লোকগুলোর মৃত্যুকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রাণত্যাগের সঙ্গে তুলনা করা কী খুব অন্যায়?...

এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাতেই আরো একটা উদাহরণ দিতে চাই এখানে। ব্রুটালিটির চরম নিদর্শন হলে তক্ষক-পত্নীর মৃত্যু। গল্পে বলা হচ্ছে, সেই অ্যাসোসিয়েশনের সময় তক্ষকরাজ পন্নগ কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে, বন মধ্যে পুরুষহীন গৃহে তক্ষক-পত্নী যখন পুত্রসহ একা, তখনই আগুনের লেলিহান শিখা সেখানে ধাবমান হয়... মাতা তক্ষকী আপন পুত্র অশ্বসেনকে বাঁচাতে নিজের উদরের মধ্যে পুত্রকে লুকিয়ে উড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু —

"এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড পুচ্ছ কাটি তিন খণ্ড
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায় পার্থ না দেখিতে পায়
ইন্দ্র মোহ করিল মায়াজালে।।..."

কী নারকীয় হত্যালীলা! ইন্দ্রবন্ধু পন্নগের অনুপস্থিতিতে তার পত্নীকে যেভাবে পুত্রসহ মারবার চেষ্টা করা হল সেটা আধুনিক বিশ্বে আফ্রিকা কিম্বা সেন্ট্রাল এশিয়ার সিভিল ওয়ারেই দেখা যায় কেবল।

এই অংশেও যেটা দেখার, সেটা হল, একনম্বর, ইন্দ্র অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিভূ যখন দেখলেন, তাঁর বন্ধু আউট-অফ-ডেঞ্জার, তখন সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংবরণ করে নিলেন। বন্ধু-পুত্র অশ্বসেন কোনো মতে পালাতে সক্ষম হল বলেই, ইন্দ্র ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে কৃষ্ণার্জ্জুনের যুদ্ধের প্রশংসা শুরু করলেন।... সমস্ত রাষ্ট্রযান্ত্রিকরা সম্ভবত রাজনৈতিক গোলটেবিলে বসলে এমনই নীতিহীনতার অসুখে ভোগেন!... তাই তক্ষক-পত্নীর এমন নিষ্ঠুর প্রাণত্যাগ, মহভারতের কোণায় একটা অপাংক্তেয় অধ্যায় হয়েই থেকে যায় চিরকাল...

এখানেই শেষ নয়; আরো আছে। খাণ্ডব জঙ্গলে যখন সমস্ত পশু-পাখি এবং অন্তজ মানুষের দল, যেমন দানব-রাক্ষসদের হত্যার দৃশ্য ইন-জেনারেল ভাবে বর্ণনা হচ্ছে, সেখানে তক্ষক ও তার পরিবারের উপর যেন দৃশ্যায়নটা জুম ইন হল। এর একটাই কারণ হয়; সেটা হল, তক্ষক-রাজ পন্নগের ইন্দ্রের সঙ্গে দোস্তি। এক অর্থে ওই জঙ্গলের অধিপতি একরকম তিনিই। জঙ্গলের মধ্যে তক্ষক গৃহেরই একমাত্র উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, যে জঙ্গল আগেও বার সাতেক অগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলনের মুখে পড়েছে, এবং এই অন্তিম বারে যখন বারোদিন ধরে কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় অগ্নি সেই জঙ্গল দাহ করলেন; তখন কেন একবারের জন্যও ফিরে এলেন না পন্নগ। তাহলে কী এটাই মনে করে নিতে হবে, আসন্ন যুদ্ধের পরিণতি আঁচ করেই, আধুনিক বিশ্বের সাদ্দাম-লাদেন কিম্বা গদ্দাফির মতো স্ত্রী-পুত্রকে আগুনের মুখে এগিয়ে দিয়ে গা-ঢাকা দিলেন তিনি!...

ছোটোখাটো জেহাদী রাষ্ট্রনেতারা তবে মহাভারতের আমল থেকেই এমনটা করে আসছেন! পরিস্থিতি বিরূপ দেখলে, তাঁরা স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে নিজের পরিবারের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। এমনটা বলছি কারণ, এতো বড়ো একটা অন্যায়ের পরও তক্ষকরাজ বিন্দুমাত্র কোনো অভিশাপও দেননি কৃষ্ণার্জ্জুনকে তাঁর পত্নীর নৃশংস হত্যার জন্য। তাঁর কোনো স্টেটমেন্টই পাওয়া গেল না, অথচ অর্জ্জুনের চতুর্থ উত্তর-পুরুষ জন্মেজয়, সর্পযজ্ঞ করলেন এই তক্ষকেরই রাজ্য তক্ষশীলাতে। যা এখন আধুনিক পাকিস্থানের মধ্যে পড়ে...

তাহলে কী এসকেপিস্ট তক্ষক-রাজ আগে থেকেই কুরুক্ষেত্র-র দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন যুদ্ধ-পরিণতি জেনেই?... যখন তাঁর সতীর্থরা মর্টাল কমব্যাটে লিপ্ত, তখন তিনি তক্ষশীলার দিকে নিশ্চিন্ত এসকেপ রুট খুঁজে নিচ্ছেন?... এ যে পাক্কা আধুনিককালের বুর্জোয়া মানসিকতার লক্ষণ!

তক্ষক-পত্নীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় এবং তারপরেও তক্ষক রাজের নির্বাক অনুপস্থিতি, তাঁর পালানোকেই একরকম স্বীকার্য দেয়। এর পিছনে আরো যে কারণটা বড়ো হয়ে ওঠে সেটা হল, কাহিনী শুধু বলছে, এই দাবানল অনুষ্ঠানের সময় তক্ষকরাজ খাণ্ডববন ছেড়ে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু এইটুকু অসম্পূর্ণ ইনফরমেশন কেন?... এখানেই সন্দেহের অবকাশ জাগে...

প্রথমত, তক্ষক-জাতি যেহেতু জীবিকাসূত্রে ছুতোর, তাই তাদের বৃক্ষমাঝে বনে বাস করাই স্বাভাবিক। সুতরাং কাঁচামালের প্রাচুর্যপূর্ণ খাণ্ডব অরণ্যে তক্ষকপতির রাজ্য ছিল, কাহিনীর এই অংশটি বেশ বিশ্বাসযোগ্যই। এবং এখানে আরো ইন্টারেস্টিং হল, তক্ষকদের এই খাণ্ডবে বাস করার জন্য হস্তিনাপুরের কুরুরাজ্য তাদের প্রোটেকশন দেয় না; গল্প বলছে, স্বর্গের ইন্দ্রই তক্ষকরাজের সুহৃদ ও রক্ষাকর্তা। প্রশ্নটা তাই এখানেই ওঠে, হস্তিনাপুরের এতো নিকটে অবস্থিত হয়েও খাণ্ডববাসীরা কুরুবংশের প্রজা নয় কেন?... তাই জন্যই কী, এই সো-কল্ড ডিসপিউটেড বা দখলীকৃত জমি বুঝে-শুনেই পাণ্ডবদের দান করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র?... অর্থাৎ তাঁর সূক্ষ্ম রাজনীতির মর্মার্থ হল, জমিটা একেই হাতছাড়া; এখন হতচ্ছাড়া ভাইপোগুলো যদি ওই জমির দখলদারদের হটাতে পারে তাহলে ভালো, না হলে মার-পিট করতে গিয়ে যদি পাণ্ডবরা মরে, সে আরো ভালো!...

facebook-এ status- দেওয়া বা

twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.